নারীর অবস্থা ও মর্যাদা

২০০১ সালের জনগণনার তথ্যানুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ৫৮,৬৩,৭১৭ যার মধ্যে পু(ষ ও নারীর সংখ্যা যথাত্র(মে ৩০,০৪,৩৮৫ এবং ২৮,৫৯,৩৩২। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে জেলায় পু(ষ ও নারীর অনুপাত ৫১.৪৬ ঃ ৪৮.৫৪ অর্থাৎ জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ নারী। জেলার জনজীবনের অর্ধাংশ নারীর অবস্থা ও মর্যাদা তাই সবিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। সমাজে নারীর জীবনযাত্রার মান দেখে নারীর অবস্থা ও মর্যাদা বোঝা যায়। শিশু মৃত্যুর হার, শি(ার হার, মাথাপিছু আয়, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে নারীর জীবনযাত্রার মাননির্ণয় করা হয় এভাবেই জানা যায় সমাজে নারীর অবস্থা ও মর্যাদা।

সারণী - ৪.২২

পশ্চিমবঙ্গে নারী-পু(ষ তুলনা মূলক জীবনযাত্রার মানের সূচক, ১৯৮১

রাজ্য/জেলা	নারী	পু(ষ
পশ্চিমবঙ্গ	৪৬.২২	৫৮.৯৮
কোচবিহার	১৫.১৩	২৬.৪৩
জলপাইগুড়ি	৩৬.৮৬	৪০.৭৮
দার্জিলিং	৫৭.৫৬	৬৮.৪৪
পশ্চিম দিনাজপুর	১৫.৭৮	১৮.১৫
মালদহ	১.৮২	১২.৭১
মুর্শিদাবাদ	২৮.৯৯	৩৪.৮৭
নদীয়া	৩৪.১৬	৩৪.৯২
২৪ পরগনা	৪৭.৮	৬২.২৯
কলকাতা	--	--
হাওড়া	--	--
হুগলী	৭৫.৭৬	৮০.১২
মেদিনীপুর	৩৭.৪৩	৫৭.০৮
বাঁকুড়া	৫৭.৩	৬৮.৯৮
পু(লিয়া	৪৫.৪৭	৫৫.০
বর্ধমান	৬২.৪৪	৬৭.৬৮
বীরভূম	৩৩.৯৪	৪৪.৩৭

সূত্র- শা(বতী ঘোষ(১৯৯০) ঃ মেজারমেন্ট অফ জেন্ডার ডিস্পি(মিনেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল - এ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অ্যানালিসিস, আকাদেমি পত্রিকা- ৮ এ উদ্ধৃত । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

কিন্তু জেলার প্রে(তে এ ব্যাপারে বিস্তারিত সমী(া না হওয়ায় খুব নির্দিষ্ট করে জেলায় নারীর অবস্থা ও মর্যাদা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। তথ্য হিসাবে যা পাওয়া যেতে পারে তাও খুব সুলভ নয়। তবু প্রাপ্তব্য তথ্যের উপরে ভিত্তি ক'রে কোন কোন গবেষক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নারী পু(ষের জীবনযাত্রার তুলনামূলক বিচার করেছেন। পুরোনো তথ্য নিয়ে কাজ করলেও সেই গবেষণাগুলো জেলায় নারীর অবস্থা ও মর্যাদা বুঝতে বিশেষ সহায়ক। এই রকম একটি গবেষণা ধর্মী কাজ শা(বতী ঘোষের 'মেজারমেন্ট অফ জেন্ডার ডিস্পি(মিনেশন ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল এ ডিষ্ট্রিক্ট লেবেল অ্যানালিসিস'।

১৯৮১ সালের জনগণনার তথ্য থেকে নারী পু(ষ অনুপাত, ৫ বছর বয়সী নারী- পু(ষ -শিশুর মৃত্যুর তুলনামূলক হার, কৃষিতে নারী -পু(ষের আয়ের বৈষম্য, অ-কৃষি (ে ত্রে নারী -পু(ষের যোগদানের হার, নারী- পু(ষ সা(রতার হার ও গড় বিবাহের বয়স এই দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে তৈরি করা পশ্চিমবঙ্গে নারী-পু(ষের তুলনামূলক জীবনযাত্রার মানের সূচকে দেখা যায় মুর্শিদাবাদে নারী-পু(ষ তুলনামূলক জীবনযাত্রার মানের সূচক যথাত্র(মে ২৮.৯৯ এবং ৩৪.৮৭ [১] (সারণী-৪.২২)। অন্য অনেক জেলার থেকে তুলনামূলকভাবে জেলার অবস্থাটা একটু ভালো হলেও মেয়েরা যে এ জেলায় খুব ভালো নেই তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

লিঙ্গ অনুপাত ও তার পরিবর্তন ঃ যে কোন দেশে যে কোন জনগোষ্ঠীতেই মোট জাতকের মধ্যে পু(ষের সংখ্যা নারীর সমান বা সামান্য বেশী থাকে। কিন্তু যেহেতু মেয়েদের মধ্যে প্রতিরোধ (মতা সামান্য হলেও বেশী থাকে সেহেতু জীবনধারণে সমান সুযোগ সুবিধা পেলে মেয়েদের মৃত্যুর হার অপে(াকৃত কম হয়। [২] তাই জাতকের মধ্যে পু(ষ শিশুর সংখ্যা বেশী থাকলেও মেয়েদের গড় আয়ু পু(ষদের চেয়ে বেশী হওয়ায় সমাজে নারীর সংখ্যা পু(ষদের চেয়ে বেশী হবার কথা- অন্তত যুক্তি(তাই বলে। কিন্তু বাস্তবে অনেক(ত্রে এর উল্টোটাই দেখা যায়। এর মূল কারণ জীবনযাত্রার বস্তুগত মানে বৈষম্য, শুধু আহার্য নয় অন্য সব রকম প্রাপ্যের (ে ত্রেও নারী বৈষম্যের শিকার। চিকিৎসা, শি(া, স্বাধীনতা, মর্যাদা, মানবাধিকার এই বৈষম্যের হাত সর্বত্র প্রসারিত। তাই এই বৈষম্যের পরিপ্রে(তে পু(ষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা কমতে থাকা এক অনিবার্য ঘটনা। এখন অবশ্য অবস্থাটা একটু একটু করে বদলাচ্ছে। ১৯০১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রতি ১০০০ পু(ষ পিছু নারীর সংখ্যা ছিল ১০৪০, ১৯৯১ সালে তা নেমে আসে ৯৪৩ এ। ২০০১ সালের জনগণনার প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে

সারণী - ৪.২৩

মুর্শিদাবাদের নারী ও পু(ষ কর্মীর তুলনামূলক চিত্র ঃ

কর্মীর শ্রেণী	১৯৮১		১৯৯১		২০০১ (সাময়িক তথ্য)	
	পু(ষ	নারী	পু(ষ	নারী	পু(ষ	নারী
প্রধান কর্মী	৯,২১,২৫৩	৮০,৫৫১	১৪,৪৩,৮২০	১,৮০,৮৪৩	১৩,৮২,৮৪৭	২,৮৬,৮৩১
প্রান্তিক কর্মী	২৪,১৫৯	৩২,১০৭	১২,১৯৮	৫৬,৮৩০	১,৫৯,১৩৯	১,৭২,৯৮৬
অকর্মী	৯,৪২,০১৪	১৬,৯২,৪৬৮	১১,৮৩,৩২৫	২০,৬৩,১৩৪	১৪,৬২,৪৩০	২৪,০০,০৫৮

সুত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ড বুক

সারণী - ৪.২৪

মহিলাদের কর্মে অংশ গ্রহণের শতকরা হার (১৯৭১-৯১)

দেশ/রাজ্য/জেলা	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
ভারতবর্ষ	১২.০৬	১৯.৬৭	২২.২৭	--
পশ্চিমবঙ্গ	৪.৪৩	৮.০৭	১১.২৫	--
মুর্শিদাবাদ	২.৬৪	৬.৫	১০.৩৩	--

সূত্র ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯১ এ বার্ডস আই ভিউ।

৯৫২-এ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১০০০ পু(ষ পিছু নারীর সংখ্যা ৯৩৪ (সারণী- ৪.৪ পৃষ্ঠা ১৫৫ দ্রষ্টব্য)।

কর্মী সংখ্যা, নারী পু(ষ অনুপাত, পরিবর্তন ঃ মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা নির্ণয়ের অন্যতম সূচক। দেশ বা রাজ্যের তুলনায় মুর্শিদাবাদের নারী সমাজের অর্থনৈতিক ত্রি(য়াকর্মে অংশ গ্রহণের হার অকিঞ্চিৎকর। ১৯৭১ সালে অর্থনৈতিক ত্রি(য়াকর্মে সর্বভারতীয় (ে ত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ছিল যেখানে ১২.০৬ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ ও মুর্শিদাবাদে এই হার ছিল যথাত্র(মে ৪.৪৩ এবং ২.৬৪ শতাংশ। ১৯৯১ সালে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ ও মুর্শিদাবাদে এই হার ছিল যথাত্র(মে ২২.২৭, ১১.২৫ এবং ১০.৩৩ শতাংশ (সারণী- ৪.২৩, ৪.২৪)।

শ্রমজীবী নারী ঃ এক সময় মুর্শিদাবাদের শ্রমজীবী নারীরা মূলত কৃষি শ্রমিক হিসাবে ও পারিবারিক শিল্পে তাদের শ্রম বিনিয়োগ করতেন। অন্যান্য (ে ত্রে তাদের শ্রমদান ছিল খুব নগন্য। সর্বভারতীয় (ে ত্র তো বটেই পশ্চিমবঙ্গের তুলনায়ও জেলার মেয়েদের অর্থনৈতিক ত্রি(য়াকর্মে অংশ গ্রহণের হার খুব নগন্য। জেলার শ্রমজীবি মহিলারা যেসব (ে ত্রে শ্রমদান করেছেন তার তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলায় পারিবারিক শিল্প এবং প্রস্তুতকরণ ও প্রত্রি(য়াকরণ এই দুটি ছাড়া আর সব(ে ত্রেই মহিলাদের অংশ গ্রহণ ত্র(মশ কমছে। (সারণী - ৪.২৫)

নারী শি(া ঃ শি(ার দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ বেশ পিছিয়ে পড়া জেলা। যদিও জেলায় শি(ার (ে ত্রে গর্ব করার মতো কিছু ব্যতিত্র(মী প্রতিষ্ঠান ছিল বা আছে তথাপি জেলায় সার্বিকভাবে শি(ার হার সন্তোষজনক নয়। আবার পু(ষদের তুলনায় নারী শি(ার অবস্থা আরো খারাপ। মুর্শিদাবাদে স্বতন্ত্র নারী শি(ার সূচনা হয় ১৮২৪ সালে। ঐ বৎসর শ্রীমতী মিকাইয়া হিল বহরমপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বৎসরই তিনি বহরমপুর, গোরাবাজার, লালবাগ ও বুধাইপাড়ায় আরো চারটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন[৩]। ১৮৩৭ সালে উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্টে মুর্শিদাবাদ জেলায় মাত্র একটি

সারণী- ৪.২৫

মহিলা প্রধান কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন কাজের ে(ত্রে অংশ গ্রহণের শতকরা হার

বৎসর	দেশ/ রাজ্য/ জেলা	কৃষক	কৃষি শ্রমিক	পশুপালন, বন আবাদ বিদ্যা,মাছ ধরা ও শিকার	খনি সংত্র(ান্ত কাজ	পারিবারিক শিল্প	প্রস্তুতকরণ ও প্রত্রি(য়াকরণ	নির্মাণকার্য	ব্যবসা বাণিজ্য	পরিবহণ, সঞ্চয় ও যোগাযোগ	অন্যান্য কাজ
১৯৭১	ভারতবর্ষ	৩০	৫০	৩	-	৪	৩	১	২	-	৭
	পশ্চিমবঙ্গ	১২.১২	৪৪.৫	১১.৭৩	.৬৭	৪.৭২	৪.৮১	০.৩৩	২.৩২	১.১৮	১৭.৬২
	মুর্শিদাবাদ	১৪.১১	২৪.৩৪	১.৫২	.০৩	৩৮.৮১	৩.৩৮	০.৩৯	৩.৫৬	০.২২	১৩.৫৫
১৯৮১	ভারতবর্ষ	৩৩.২	৪৬.১৮	০	০	৪.৫৯	০	০	০	০	১৬.০৩
	পশ্চিমবঙ্গ	১৪.৬৭	৩৯.৮৩	০	০	৭.৫	০	০	০	০	৩৮.৪
	মুর্শিদাবাদ	৩.৯৫	১৪.২৬	০	০	২৮.৭৬	০	০	০	০	৫৩.০৩
১৯৯১	ভারতবর্ষ	৩৪.৫৭	৪৪.২৪	২.০৬	০.৩৩	৩.৫	৩.৮২	০.৬৬	২.২৩	০.৩২	৮.২৭
	পশ্চিমবঙ্গ	১৬.২৩	৩৭.৮৮	৫.৮৭	০.৩৫	১১.৩৩	৮.১৭	০.৮১	৩.০৮	০.৫৭	১৬.১১
	মুর্শিদাবাদ	৩.০৩	১০.৩৫	০.৮৭	০	৬৭.৯১	৭.০৮	০.২১	২.৪৭	০.১	৭.৯৮

সূত্র ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল,১৯৯১ এ বার্ডস আই ভিউ।

সারণী -৪.২৯

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন ধরনের শি(া প্রতিষ্ঠানে ছাত্র - ছাত্রীদের শতকরা হার

শি(া প্রতিষ্ঠানের	১৯৯১-৯২		১৯৯২ -৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-১৯৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-১৯৯৮		১৯৯৯-০০		২০০০-০১	
প্রকৃতি	ছাত্রী	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
সাধারণ শি(া	৫৮.৮২	৪১.১৮	৫৯.৭৩	৪০.২৭	৬০.২৯	২৯.৭১	৫৬.৭৯	৪৩.২১	৫৬.১১	৪৩.৮৯	৫৫.৭২	৪৪.২৮	৫৫.৪২	৪৪.৫৮	৫১.৪১	৪৮.৫৯	৫৪.৬৩	৪৫.৩৭
১)বিদ্যালয়	৫৮.৪১	৪১.৫৯	৫৯.৩৭	৪০.৬৩	৬০.০৩	৩৯.৯৭	৫৬.৫০	৪৩.৫০	৫৫.৭৯	৪৪.২১	৫৫.৩৭	৪৪.৬২	৫৫.১১	৪৪.৮৯	৫১.০৯	৪৮.৯১	৫৪.৩৩	৪৫৬৭
ক)প্রাথমিক	৫৪.১৭	৪৫.৮৩	৫৪.০২	৪৫.৯৮	৫২.৭৮	৪৭.২২	৫২.০৭	৪৭.৯৩	৫১.৯৩	৪৮.০৭	৫১.৩৫	৪৮.৬৫	৫১.১৪	৪৮.৮৬	৫০.৬৮	৪৯.৩২	৫০.৪৬	৪৯.৫৪
খ) মাধ্যমিক	৬৪.২৮	৩৫.৭২	৬৮.১৫	৩১.৮৫	৭৮.০৩	২১.৯৭	৬১.২৪	৩৮.৭৬	৫৯.৪৫	৪০.৫৫	৫৯.১৭	৪০.৮৩	৬০.১৯	৩৯.৮১	৫১.১৭	৪৮.৮৩	৫৯.৪৭	৪০.৫৩
গ) উচ্চ মাঃ/ বহুমুখী	৭৪.২৬	২৫.৭৪	৭৪৬৯৭	২৫.০৩	৭৭.৫৮	২২.৪২	৭৭.৫২	২২.৪৮	৭৭.২৮	২২.৭২	৭৬.১৮	২৩.৮২	৭৬.৫৪	২৩.৪৬	৫৪.১৮	৪৫.৮২	৬৬.৯০	৩৩.০৯
২)মহাবিদ্যালয়	৭৫.২০	২৪.৮০	৭৩.৯৫	২৬.০৫	৭০.৯১	২৯.০৮	৬৯.৩৮	৩০.৬২	৭৪.৪৮	২৫৬৫২	৬৯.৬৩	৩০.৩৭	৬৭.৮২	৩২.১৮	৬৬.৮৫	৩৩.১৫	৬৭.৫৯	৩২.৪১
শি(া	৮৮.৩৯	১১.৬১	৮৮.১৭	১১.৮৩	৮৭.৭১	১২.২৯	৮৫.৭৯	১৪.২১	৮৬.৪৪	১৩.৫৬	৮১.০৪	১৮.৯৬	৮৪.৯০	১৫.১০	৭৯.২৮	২০.৭২	৮০.৪৭	১৯.৫৩
বিশেষ শি(া	--	--	--	--	৪০	৬০	৪০	৬০	৪৪.৩৪	৫৫.৬৬	৫১.৪৪	৪৮.৫৬	--	--	--	--	--	--
সমস্ত শি(া প্রতিষ্ঠান একত্রে	৫৮.৮৮	৪১.১২	৫৯.৭৮	৪০.২২	৪৩.৩৮	৫৬.৬২	৪২.৬৯	৫৭.৩১	৫৩.৩১	৪৬.৬৯	৫৪.৭৬	৪৫.২৪	৫৫.৪৭	৪৫.৫৩	৫১.৪৪	৪৮.৫৬	৫৪.৬৭	৪৫.৩৩

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ড বুক, ১৯৯৪, ১৯৯৮।

সারণী-৪.২৮

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন ধরণের শি(া প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা

শি(া প্রতিষ্ঠানের	১৯৯১-৯২		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৭-৯৮		১৯৯৯-০০		২০০০-০১	
প্রকৃতি	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
অ) সাধারণ শি(া	৩৮৭৮১৯	২৭১৫০২	৪৩৭৫৯৫	৩৪২২৫৪	৪৯৫৫০৬	৩৯৮৫৩৭	৫৩৯৫৫০	৫১০০২১	৬৩৭৯১০	৫২৯৬৩৬
১) বিদ্যালয়	৩৭৫৫৬৩	২৬৭৪৬০	৪২৪৫৮৬	৩৩৬৪৯২	৪৮০৬৪৮	৩৯১৪৮৭	৫২৫৩৫৭	৫০২৯৮২	৬১৯৫১৯	৫২০৮১৯
প্রাথমিক	২৩২৩০৩	১৯৬৫১৯	২৬৪২৫২	২৪৪৫৭৫	৩০৭৬৫৮	২৯৩৯৩	৩৫৪৫২৭	৩৪৪৯৭৩	৩৮১২৬৭	৩৭৪৩২৩
মধ্যম	২৭৪২০	১৪০০৯	২৪২৩৭	১৬৩১৮	২৬৪৫০	১৭৫৮১	৩৫৫৪০	৩৩৬৩৪	২১৯৭২	১৮৩২৪
উচ্চ বিদ্যালয়	৭৪৩৮৪	৪২৫৬০	৯১১৫২	৬২৩৮২	৯৮৯৮৪	৬৫৩৯৬	৯৬৯৭০	৯২৮১২	১৩১২০৫	৮৬০৮৯
উচ্চ মাঃ/ বহুমুখী	৪১৪৫৬	১৪৩৭২	৪৪৯৪৫	১৩২১৭	৪৭৫৬০	১৪৮৮০	৩৭৩২০	৩১৫৬৩	৮৫০৭৫	৪২০৮৩
২) মহাবিদ্যালয়	১২২৫৬	৪০৪২	১৩০০৯	৫৭৬২	১৪৮৫৮	৭০৫০	১৪১৯৩	৭০৩৯	১৮৩৯১	৮৮১৭
আ) পেশা ও প্রযুক্তি(গত শি(া	১১৪২	১৫০	১০৭১	১৬৮	১১৮১	২১০	৯৬৮	২৫৩	১১৯৯	২৯১
বিদ্যালয়	৪৪২	৪৬	৩৭৮	৫০	৪৭৫	৯৬	৩৬১	১০৪	৪৬৭	১১১
ইঞ্জিনিয়ারিং	২৭৯	৩৩	৩০৬	৪৭	৩০৬	৬২	২০৩	৭৪	২৮৭	৭৬
শি(ক প্রশি(ণ	১৬৩	১৩	৭২	৩	১৬৯	৩৪	১৫৮	৩০	১৮০	৩৫
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২) মহাবিদ্যালয়	৭০০	১০৪	৬৯৩	১১৮	৭০৬	১১৪	৬০৭	১৪৯	৭৩২	১৮০
ইঞ্জিনিয়ারিং	৪২১	১১	৪৭৬	৭	৪১৭	১১	৪১০	১৮	৬০২	৯৩
শি(ক শি(ণ	২৭৯	৯৩	২১৭	১১১	২৮৯	১০৩	১৯৭	১৩১	১৩০	৮৭
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ই) বিশেষ শি(া	-	-	১১২৫৩৫	১৪১২৫৭	-	-	-	-		৮১০৫৪*
বিদ্যালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫০	-
মহাবিদ্যালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সা(রতা কেন্দ্র	-	-	১১২৫৩৫	১৪১২৫৭	-	-	-	-		৮০৯০৪*
সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মোট	**৩৮৮৯৬১**	**২৭১৬৫২**	**৫৫১২০১**	**৪৮২৬৭১**	**৪৯৭৮৬৮**	**৩৯৮৭৪৭**	**৫৪০৫১৮**	**৫১০২৭৪**		**১২৫০০৯০***

সূত্র ঃ ডি স্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ড বুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৪, ১৯৯৮, * ছাত্র ছাত্রী পৃথক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি

সারণী - ৪.২৬

মুর্শিদাবাদে শি(তেরশতকরা হার

বৎসর	পু(ষ	নারী	একত্রে
১৯০১	১০.৭৩	০.৫৮	৫.৫৬
১৯১১	১১.০৪	০.৮৯	৫.৯১
১৯২১	১২.৮৭	১.৬৪	৭.২৪
১৯৩১	৯.০১	১.৫১	৫.২৫
১৯৪১	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত
১৯৫১	১৯.০৬	৬.০৮	১২.৬৮
১৯৬১	২৩.৪৯	৮.৩৬	১৬.০৩
১৯৭১	২৬.৭৩	১২.৮৬	১৯.৬৬
১৯৮১	৩১.৭৫	১৭.৭৫	২৪.৮৯
১৯৯১	৪৬.৪২	২৯.৫৭	৩৮.২৮
২০০১	৬১.৪০	৪৮.৩৮	৫৫.০৭

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

বালিকা বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' (নবম খন্ড) থেকে জানা যায় যে তখন জেলায় তিনটি মহিলাদের স্কুল ছিল। ছ'টি (ে ত্রে পাঠশালাতে মহিলাদের পৃথক ক্লাস ছিল। সব মিলিয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৭৭ জন। ১৯০১ সালে জেলায় পু(ষ ও নারীদের মধ্যে শি(তের হার ছিল ১০.৭৩ এবং ০.৫৮ শতাংশ। ১০০ বছর পরে ২০০১ সালে এই হার দাঁড়িয়েছে যথাত্র(মে ৬১.৪০ ও ৪৮.৩৮ শতাংশ। বিগত ১০০ বছরে পু(ষদের মধ্যে শি(তের হার বেড়েছে ৫০.৬৭ শতাংশ সেখানে নারীদের মধ্যে শি(তের হার বেড়েছে ৪৭.০৮ শতাংশ (সারণী- ৪.২৬)।

তবে শি(তের হার যতই বাড়ুক জেলায় নারী শি(া র পরিকাঠামো খুব ভালো তা বলা যাবে না। এই জেলায় উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে ১৩ টি, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে ২৯ টি, মাধ্যমিক বালিকা মাদ্রাসা রয়েছে ১ টি। জুনিয়ার বালিকা

বিদ্যালয় ও জুনিয়ার বালিকা মাদ্রাসা রয়েছে যথাত্র(মে ১১ টি ও২ টি। জেলার একমাত্র বালিকা মহাবিদ্যালয়টি রয়েছে বহরমপুরে। জেলার ২৬ টি ব্লকের মধ্যে ৫ টি ব্লকে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য কোন পৃথক শি(া প্রতিষ্ঠান নেই। (সারণী- ৪.২৭)

জেলার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৩-৯৪ সালে সমস্ত শি(া প্রতিষ্ঠান মিলে ছাত্রীদের শতকরা হার ছিল ৫৬.৬২ অন্যদিকে ছাত্রদের শতকরা হার ছিল ৪৩.৩৮ শতাংশ। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এই সংখ্যাতত্ত্বের কারণ হল সা(রতা কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি। ঐ বৎসর সাধারণ শি(া প্রতিষ্ঠান সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের আনুপাতিক হার ছিল ৬০.২৯ এবং ৩৯.৭১ শতাংশ। পেশা ও প্রযুক্তি(গত শি(ার (ে ত্রে ছাত্রীদের উপস্থিতি নগন্য, মাত্র ১২.২৯ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ সালের চিত্র সামান্য ভালো হলেও পরিস্থিতির খুব উন্নতি হয়েছে তা বলা যাবে না। ঐ বৎসর সমস্ত প্রতিষ্ঠান মিলে ছাত্র ও ছাত্রীর শতকরা হার ছিল যথাত্র(মে ৫৩.৩১ এবং ৪৬.৬৯ শতাংশ। শতাংশের বিচারে ছাত্রী সংখ্যা কমলেও তা কমেছে সা(রতা কেন্দ্রে ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব কমায়। ঐ বছর মহাবিদ্যালয় স্তরে ছাত্রীদের শতকরা হার সামান্য হ্রাস পেলেও অন্য সব স্তরেই ছাত্রীদের আনুপাতিক হার বেড়েছে। তবে একই সঙ্গে এটাও ল(্যনীয় যে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির শতকরা হার মোটামুটি সমান থাকলেও উচ্চশি(ার (ে ত্রে ছাত্রীদের উপস্থিতি নগণ্য। উচ্চ শি(া (ে ত্রে ছাত্রীদের কম উপস্থিতি নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যের ইঙ্গিতবাহী (সারণী- ৪.২৮,৪২৯)

গ্রামীণ অঞ্চল এবং শহরাঞ্চলে শি(ার অবস্থাটা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে প্রকৃত ক(ণ অবস্থাটা চোখে পড়ে। ১৯৯১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী সমগ্র জেলায় যেখানে শি(তের হার ৩৮.২৮ শতাংশ সেখানে গ্রামাঞ্চলে এই হার ৩৫.৫২ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে এই ৩৫.৫২ শতাংশ শি(তের মধ্যে শি(ত মহিলাদের শতকরা হার মাত্র ২৬.৭৭ শতাংশ। শহরাঞ্চলে অবস্থাটা একটু ভালো। সেখানে মহিলাদের মধ্যে শি(তের শতকরা হার ৫২.১২ শতাংশ (সারণী- ৪.৩০)।

সন্তান জন্মের হার ঃ ১৯৯১ সালের জনগণনার তথ্যে দেখা যায় যে, তখন জেলায় বিবাহিতা মহিলার সংখ্যা ছিল ১১,৯১,০৩১ এবং এই মহিলারা মোট ৪৩,৮১,৪৬৮ টি শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন। ১০০ জন বিবাহিতা মহিলা পিছু সন্তান জন্মের হার ছিল ৩৬৮ যা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৩১৯। মুর্শিদাবাদে প্রতি ১০০ জন মহিলা পিছু প্রসূত ৩৬৮ জন শিশুর মধ্যে জীবিত শিশুর সংখ্যা ছিল ৩০৯। ঐ সময় জেলায় সদ্য বিবাহিতা নারীর সংখ্যা ছিল ১০,১০,১৭০ জনগণনার অব্যবহিত আগের বছরে জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা ছিল ১,৩৫,২৭২। ঐ বছরে প্রতি ১০০ সদ্য বিবাহিতা নারী পিছু সন্তান জন্মের হার ছিল ১৩.৩৯ যা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার চেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ছিল ৯.১৩ । (সারণী-৪.৩১)

বিবাহ ঃ ১৯৯১ সালের জনগণনার তথ্যানুযায়ী সেই সময় জেলায় মহিলাদের ৪৮.২৩ শতাংশ মহিলা ছিলেন অবিবাহিত। ৪৩.৯১ শতাংশ মহিলা ছিলেন বিবাহিত, আর বিধবা মহিলা ছিল ৭.১ শতাংশ। এছাড়া .৭৬ শতাংশ ছিলেন অন্যান্য মহিলা। বিপত্নীক পু(ষের তুলনায় বিধবা মহিলাদের সংখ্যাধিক্য দেখে বোঝা যায় যে, এখনও সমাজে বিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহের সুযোগ বিপত্নীক পু(ষের চেয়ে কম। (সারণী - ৪.৩২)

নারী নির্যাতন ঃ প্রতি বৎসরই জেলায় বেশ কিছু নারী সংত্র(ান্ত অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। পু(ষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যই রয়েছে এই সকল নির্যাতনের মূলে। এই অপরাধ প্রবণতা যে শুধুমাত্র আজকের সমস্যা তা নয়, অতীতেও এই সমস্যা ছিল হয়তো বা ভবিষ্যতেও থাকবে। বিভিন্ন সরকারি নথি, সংবাদ- সাময়িক পত্রের পাতায় এই সমস্ত অপরাধের খতিয়ান ছড়িয়ে রয়েছে। বাস্তবিকই জেলার অপরাধের তালিকায় সিংহভাগ জায়গা দখল করে থাকে নারী সংত্র(ান্ত অপরাধ। ১৯৯৬ সালে এই জেলায় নারী সংত্র(ান্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল ৪০৫ টি এবং এই সমস্ত অপরাধে জড়িত থাকায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ৩৭৮ জন। ২০০০ সালে মুর্শিদাবাদে নারী সংত্র(ান্ত নথিভুক্ত(অপরাধের সংখ্যা ৪৪৩ । (সারণী - ৪.৩৩)

নারী কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ঃ বিভিন্ন (ে ত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কমানো ও সর্বাঙ্গীন নারী কল্যাণের স্বার্থে সরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আয়োগ। নারী কল্যাণের কাজে অভিজ্ঞতা আছে এমন ১১ জন সমাজসেবী নিয়ে গঠিত এই আয়োগের কাজ হল সংবিধানে স্বীকৃত নারীর অধিকার র(ার জন্য নেওয়া সরকারি ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে নারী কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ(েপ সম্পর্কে সরকারের কাছে সুপারিশ করা।

১৯৯৫ সালে নারী সমাজের আর্থসামাজিক বিকাশের ল(্যে গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা বিকাশ নিগম। এই নিগমের মূল কাজ নারী কল্যাণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে নারী সমাজকে সচেতন করে তোলা ও সেইসব প্রকল্পের কার্যকরী তত্ত্বাবধান করা।

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের বিধি অনুযায়ী যদি কোন একটি বিশেষ পঞ্চায়েত সংস্থায় অন্তত দুইজন মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত না হতেন তাহলে সেই পঞ্চায়েতের সুপারিশত্র(মে রাজ্য সরকার ঐ এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক বা দুইজন যে রকম প্রয়োজন মহিলাকে ঐ পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত(করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু তারা সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সদস্য হতেন না সেহেতু সব(ত্রে তারা সাধারণ মানুষের

সারণী- ৪.২৭

মুর্শিদাবাদে নারী শি(ার পরিকাঠামো (২০০২-২০০৩)

মহকুমা	ব্লক	উঃ মাঃ বাঃ বিদ্যালয়	মাঃ বাঃ বিদ্যালয়	বাঃ হাই মাদ্রাসা	বাঃ জুঃ হাই স্কুল	বাঃ জুঃ হাই হাইমাদ্রাসা	মোট
বহরমপুর	বহরমপুর	৫	৬	১	১	১	১৪
	হরিহরপাড়া	-	-	-	-	-	-
	বেলডাঙ্গা-১	১	২	-	২	১	৬
	বেলডাঙ্গা-২	-	১	-	১	-	২
	নওদা	-	১	-	-	-	১
ডোমকল	ডোমকল	১	-	-	১	-	২
	জলঙ্গী	-	২	-	-	-	২
	রাণীনগর-১	-	১	-	১	-	২
	রাণীনগর-২	-	-	-	-	-	-
লালবাগ	লালগোলা	১	-	-	১	-	২
	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	১	৪	-	-	-	৫
	ভগবানগোলা-১	১	-	-	১	-	২
	ভগবানগোলা-২	-	-	-	-	-	-
	নবগ্রাম	-	১	-	-	-	১
কান্দী	কান্দী	২	১	-	১	-	৪
	ভরতপুর-১	-	-	-	-	-	-
	ভরতপুর-২	-	১	-	-	-	১
	খড়গ্রাম	-	-	-	১	-	১
	বড়এ(া	-	১	-	-	-	১
জঙ্গীপুর	সুতি-১	-	১	-	-	-	১
	সুতি-২	-	১	-	-	-	১
	সাগরদীঘি	-	১	-	-	-	১
	রঘুনাথগঞ্জ-১	১	২	-	-	-	৩
	রঘুনাথগঞ্জ-২	-	-	-	-	-	-
	সামশেরগঞ্জ	-	২	-	-	-	২
	ফরাক্কা	-	১	-	১	-	২
	মোট	**১৩**	**২৯**	**১**	**১১**	**২**	

সূত্র ঃ জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক), মুর্শিদাবাদ।

সারণী- ৪.৩০
শহর ও গ্রামাঞ্চলে শি(তের শতকরা হার , ১৯৯১, (০-৬ বয়সী বাদে)

ব্লক/ পৌরসভা	শহরাঞ্চল			গ্রামাঞ্চল			শহর গ্রাম একত্রে		
	পু(ষ	নারী	একত্রে	পু(ষ	নারী	একত্রে	পু(ষ	নারী	একত্রে
বহরমপুর	৮৩.১৪	৬৭.১৫	৭৫.২৮	৪৮.৬১	৩৩.৬৫	৬৩.১২	৪৯.৯৮	৩৫.০৪	৪২.১৯
হরিহরপাড়া	-	-	-	৪১.৭৫	৩০.৮৬	৩৬.৫৫	৪১.৭৫	৩০.৮৬	৩৬.৭৫
বেলডাঙ্গা-১	-	-	-	৪৬.০০	৩০.২১	৩৮.৫৯	৪৬.০০	৩০.২১	৩৮.৫৯
বেলডাঙ্গা-২	-	-	-	৫২.৬১	৩৬.৯২	৪৪.৯৬	৫২.৬১	৩৬.৯২	৪৪.৯৬
নওদা	-	-	-	৪৩.৫১	৩৩.৩৯	৩৮.৬৬	৪৩.৫১	৩৩.৩৯	৩৮.৬৬
ডোমকল	-	-	-	৩৯.৬৩	২৮.১৩	৩৪.১৩	৩৯.৬৩	২৮.১৩	৩৪.১৩
জলঙ্গী	-	-	-	৪৩.০৮	২৮.৭৮	৩৬.২৬	৪৩.০৮	২৮.৭৮	৩৬.২৬
রাণীনগর-১	-	-	-	৪১.১৯	২৬.৯৬	৩৪.৩৫	৪১.১৯	২৬.৯৬	৩৪.৩৫
রাণীনগর-২	-	-	-	৩৭.৮৭	২৩.৬১	৩১.১২	৩৭.৮৭	২৩.৬১	৩১.১২
লালগোলা	৫৮.৪৯	৪০.৮০	৪৯.৮৮	৪১.২৫	২৫.০৮	৩৩.৪৮	৪৩.২৯	২৬.৯৬	৩৫.৪৪
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	-	-	-	৪৪.৬৬	২৭.২৫	৩৬.২৬	৪৪.৬৬	২৭.২৫	৩৬.২৬
ভগবানগোলা-১	-	-	-	৩৫.৮৫	২২.৪২	২৯.৩৬	৩৫.৮৫	২২.৪২	২৯.৩৬
ভগবানগোলা-২	-	-	-	৩২.৩৭	২০.৫৫	৩৬.৭২	৩২.৩৭	২০.৫৫	৩৬.৭২
নবগ্রাম	-	-	-	৫১.৭৩	২৯.৯৬	৪১.১৮	৫১.৭৩	২৯.৯৬	৪১.১৮
কান্দী	-	-	-	৪৬.৮০	২৪.২২	৩৬.১৪	৪৬.৮০	২৪.২২	৩৬.১৪
ভরতপুর-১	-	-	-	৪৭.৭৭	২৮.৫৯	৩৮.৫৩	৪৭.৭৭	২৮.৫৯	৩৮.৫৩
ভরতপুর-২	-	-	-	৫২.৬১	৩৬.৯২	৪৪.৯৬	৫২.৬১	৩৬.৯২	৪৪.৯৬
খড়গ্রাম	-	-	-	৪৭.৪৯	২৫.৭১	৩৬.৯৫	৪৭.৪৯	২৫.৭১	৩৬.৯৫
বড়এ(া	-	-	-	৫৫.৭৭	৩৩.০৫	৪৪.৭৬	৫৫.৭৭	৩৩.০৫	৪৪.৭৬
সুতি-১	-	-	-	৩৮.৭২	১৯.৫৩	২৯.১৭	৩৮.৭২	১৯.৫৩	২৯.১৭
সুতি-২	৪৬.৫৫	২৩.৭৬	৩৫.২৬	৩৫.২৫	১৫.৮৬	২৫.৭৮	৩৯.৮৮	২৯.১৫	২৯.৬৯
সাগরদীঘি	-	-	-	৪৪.৩৩	২৭.০৩	৩৫.৯৪	৪৪.৩৩	২৭.০৩	৩৫.৯৪
রঘুনাথগঞ্জ-১	-	-	-	৪৪.৩২	২৩.৩১	৩৩.৯৫	৪৪.৩২	২৩.৩১	৩৩.৯৫
রঘুনাথগঞ্জ-২	৪৭.৫৩	২২.৬৬	৩৩.৯৯	৩৭.০৬	১৮.৮৮	২৮.১১	৩৭.৭৮	১৯.২১	২৮.৬২
সামশেরগঞ্জ	৪২.৭৮	১৬.২৪	২৯.১৭	৩৯.২০	১৬.১৯	২৭.৭৪	৩৯.৫৭	১৬.২০	২৭.৯২
ফরাক্কা	৭৭.৭৮	৬১.৪৩	৭০.২৯	৪০.০০	১৭.৩০	২৮.৯০	৪৫.৩২	২২.৮৭	৩৪.৯৪
পৌরসভা									
বহরমপুর	৮৬.৪২	৭৫.৫৩	৮১.০৯	-	-	-	৮৬.৪২	৭৫.৫৩	৮১.০৯
বেলডাঙ্গা	৭১.৬০	৫৮.৬০	৬৪.৯৭	-	-	-	৭১.৬০	৫৮.৬০	৬৪.৯৭
মুর্শিদাবাদ	৭০.৯৬	৫৬.৮২	৬৩.৯৯	-	-	-	৭০.৯৬	৫৬.৮২	৬৩.৯৯
জিয়াঃ-আজিমঃ	৭৫.১১	৬১.১৯	৬৮.৩০	-	-	-	৭৫.১১	৬১.১৯	৬৮.৩০
কান্দী	৭০.৮৫	৫৪.৫২	৬৩.০২	-	-	-	৭০.৮৫	৫৪.৫২	৬৩.০২
জঙ্গীপুর	৭০.৯৬	৫৬.৮২	৬৩.৯৯	-	-	-	৭০.৯৬	৫৬.৮২	৬৩.৯৯
ধুলিয়ান	৫৬.৫১	২৯.৮৪	৪৩.২২	-	-	-	৫৬.৫১	২৯.৮৪	৪৩.২২

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

সারণী - ৪.৩১
নারী ও শিশু অনুপাত (১৯৯১)

রাজ্য/ জেলা	বিবাহিত মহিলার সংখ্যা	জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা	১০০ বিবাহিত মহিলা পিছু শিশু জন্মের হার	জীবিত শিশুর মোট সংখ্যা	১০০মহিলা পিছু জীবিত শিশুর সংখ্যা	সদ্যবিবাহিতা মহিলার সংখ্যা	বিগত বছরে জন্মনেওয়া শিশুর সংখ্যা	বিগত ১ বছরে প্রতি ১০০ সদ্য বিবাহিত মহিলা পিছু শিশু জন্মের হার
পশ্চিমবঙ্গ	১৭৩৩৭৯৬৭	৫৫২৬৬০২৪	৩১৯	৪৮৯৮৮৪৯৭	২৮৩	১৪৫৮১২৩২	১৩৩১৯৫৯	৯.১৩
মুর্শিদাবাদ	১১৯১০৩১	৪৩৮১৪৬৮	৩৬৮	৩৬৮৪৯৭৭	৩০৯	১০১০১৭০	১৩৫২৭২	১৩.৩৯

সূত্র ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা ফর ওয়েষ্ট বেঙ্গল ১৯৯১,এ বার্ডস আই ভিউ।

সারণী - ৪.৩৩
মুর্শিদাবাদে নারী সংক্রান্ত অপরাধ

বৎসর	পণের কারণে বধূ নির্যাতন ও হত্যা	বধূনির্যাতন ও হত্যা	বধূনির্যাতনও নিন্দীনীয় বধূহত্যা	পণজনিত কারণে বধূহত্যা	পণ ছাড়া অন্য কারণে বধূনির্যাতন ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা	বধূনির্যাতন	ধর্ষণ	অপহরণ, নারী পাচার ও অবৈধ ব্যবসায় নারীর ব্যবহার	শ্লীলতাহানি	মোট অপরাধের সংখ্যা
১৯৯৬	২	৭	১	৬	৫৫	১৩৫	৬৪	৬৯	৬৬	৪০৫
১৯৯৭	৪	২	৪	৩	৬১	১০৬	৫৯	৫৫	৭২	৮২০
১৯৯৮	৩	২৬	১১	৫৯	১৫১	৫৩	৫৫	৭৪	৭৪	৪১৪
১৯৯৯	-	১	৩	১১	৬৯	১৯৫	৫৭	৪৪	৫৬	৪৩৬
২০০০	-	১	৩	৪	৫০	১৯৯	৯৫	৪৮	৪৩	৪৪৩

সূত্র ঃ সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পুলিশ, মুর্শিদাবাদ

সারণী - ৪.৩২
নারী পু(ষের বৈবাহিক অবস্থা (১৯৯১)

রাজ্য/	নারী				পু(ষ			
জেলা	অবিবাহিতা	বিবাহিতা	বিধবা	অন্যান্য	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিপত্নীক	অন্যান্য
পশ্চিমবঙ্গ	৪৬.৯	৪৪.৭৭	৭.৮১	০.৫২	৫৭.৩৩	৪১.৩৩	০.১৬	১.১৮
মুর্শিদাবাদ	৪৮.২৩	৪৩.৯১	৭.১	০.৭৬	৫৯.১৭	৩৯.৯১	০.১৫	০.৭৭

সূত্র ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৯৯ এ বার্ডস আই ভিউ

আস্থাভাজন হতে পারতেন না। এই অসুবিধা দূর করার লে(্যে ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয় যা ঐ বছরেই বিধানসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনে পরিণত হয়। এই আইন অনুযায়ী রাজ্যে প্রতি স্তরের প্রতিটি পঞ্চায়েতের অন্ততপ(ে এক তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংর(িত করা হয়। একই সঙ্গে তপসিলী জাতি ও আদিবাসীদের জন্য যেসব আসন সংর(িত থাকবে তাদের মধ্যেও অন্তত এক তৃতীয়াংশ আসন তপসিলী জাতি বা উপজাতির মহিলাদের জন্য সংর(িত হয়। ১৯৯২ সালের সংবিধান (৭৩ তম সংশোধন) আইন অনুযায়ী ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের গঠন ও তার কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে সংবিধানে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের পরিপ্রে(িতে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক স্তরের পঞ্চায়েত মুখ্য পদাধিকারীর আসনেরও এক- তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংর(িত করা হয়েছে।[৫] নিয়ম করা হয়েছে প্রত্যেক জেলায় মোট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির মুখ্য পদের এক- তৃতীয়াংশ প্রতিটি নির্বাচনে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় তালিকা অনুযায়ী মহিলাদের জন্য সংর(িত থাকবে। ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ এবং ২০০৩ এর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই সংর(ণ বিধি কার্যকর হয়েছে।

দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশি(ো প্রদানের মাধ্যমে উপার্জন(ম করে তোলার জন্য চালু আছে নোরাড, বেটপ এর মতো প্রশি(ণ প্রকল্প। দুঃস্থ ও অসহায় বিধবাদের কল্যাণে চালু আছে মাসিক বিধবা ভাতা প্রকল্প। দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের গর্ভবতী মায়ের প্রথম দুটি বাচ্চা প্রসবের আগে গর্ভধারণকালে মায়ের পুষ্টি সুনিশ্চিত করতে জাতীয় মাতৃত্ব ভাতা প্রকল্প (NMBS) নামে আর্থিক সহায়তার প্রকল্প চালু আছে। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাস থেকে এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের প্রথম দুটি কন্যা সন্তানের জন্য এককালীন অনুদান দেবার ব্যবস্থা আছে।

মহিলা সংগঠন ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী কল্যাণকামী সংগঠনের ইতিহাস বেশ পুরোনো। সম্ভবতঃ বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে স্থাপিত হয় জেলার প্রথম মহিলা সংগঠন যার উদ্যোক্ত(ো ছিলেন প্রখ্যাত লেখিকা নি(পমা দেবী, সুষমা সিংহ, রমলা সিংহ প্রমুখেরা।[৬] ১৯৪৪ সালে জেলায় গড়ে ওঠে 'মহিলা আত্মর(ো সমিতি'[৭] যার নেতৃত্বে ছিলেন হরিদাসী মন্ডল ও আরো কিছু প্রাগ্রসর মহিলা। সম্প্রতি স্প্যান নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু মহিলাদের সংগঠন গড়ে উঠেছে। এরকম কয়েকটি সংগঠন হল নারী মুক্তি(সমিতি (শিবকৃষ(পুর), নারী জাগরণী সমিতি (বেনীপুর), অগ্নিবীনা মহিলা সমিতি (চর হা(ডাঙ্গা), পল্লীমঙ্গল নারী সমিতি (শিবকৃষ(পুর) জ্যোতি মহিলা সমিতি (বেনীপুর শিমূলতলা), উত্তর চর মাঝার দিয়াড় নারী জাগরণ প্রসার উদ্যোগ সমিতি, নারী উন্নয়ন সমিতি (সর্দারপাড়া, পিক্কী), নারী বিকাশ সমিতি (চামুন্ডা, সাগরদীঘি) প্রভৃতি। 'নারী অধিকার র(ো সমন্বয় সমিতি', 'অভিজ্ঞা' প্রভৃতি সংগঠনও জেলার মেয়েদের উন্নতির লে(্যে নিরলস কাজ করে চলেছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পৃথক মহিলা সংগঠন রয়েছে। মহিলাদের স্বার্থ সুর(ো য় তারা নিরলস কাজ করে চলেছে। সম্প্রতি নানা এন জি ও বিভিন্ন সমবায় সমিতি গুলো সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গঠন করছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী । স্বল্প শি(িত বা নির(র এবং সমাজে অবহেলিত এই সব মহিলারা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন। পারিবারিক (ে ত্রে অর্থনৈতিক অবদান পরিবারে তাদের অবস্থান দৃঢ় করছে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ে এই সব পিছিয়ে পড়া মহিলারা সংগঠিত হওয়ায় নানা সমাজিক অপরাধের বি(দ্ধে এরা এখন সরব হতে পারছে। এর ফলে বধূনির্যাতন বা পরিবারের পু(ষদের নেশাভাঙের বি(দ্ধে কিছুটা হলেও সত্রি(য় প্রতিরোধ মহিলারা গড়ে তুলতে পারছে।

যদিও প্রয়োজনের তুলনায় সেই প্রতিরোধ এখনও নগন্য তবুও নারী উন্নয়নের লে(্যে এ এক নতুন দিশা তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

তথ্যসূত্র ঃ

জনসংখ্যা ঃ

সেন্সাস ১৯৫১ থেকে ২০০১ -এর বিভিন্ন প্রকাশনা, সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া।

লিঙ্গ-অনুপাত ঃ

১। ড. অজিত কুমার শীল ঃ সমূহ সমী(া ঃ কলকাতা ঃ ১৯৯৮
২। ইউ.এন. ডেমোগ্রাফিক ইয়ার বুক, ১৯৯৫
৩। সবিতা গুহ, জনসংখ্যা তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ ১৯৮৭।
৪। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১, মুর্শিদাবাদ
৫। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৯১, মুর্শিদাবাদ

জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ

১। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৩
২। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১, মুর্শিদাবাদ
৩। ড. অজিত কুমার শীল ঃ সম্পদ সমী(া ঃ ১৯৯৮
৪। দি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক জার্নাল, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০১-০২ নং- ৩
৫। কি স্ট্যাটিসটিকস্ অব্ দি ডিস্ট্রিক্ট অব্, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৬ ১৯৯৭।
৬। বি(ে সা(রতা দিবস উপল(ে প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা এবং মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড ক্লাসেস লিগ এর কার্যবিবরণী।
৭। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৩

জনসংখ্যা- গ্রাম ও শহর ঃ

সেন্সাস ১৯৫১ থেকে ২০০১ -এর বিভিন্ন প্রকাশনা, সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া।

নগরায়ণ ঃ

১। সুধীর রঞ্জন দাস, আরকিওলজিক্যাল ডিসকভারিজ ফ্রম মুর্শিদাবাদ, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, মুখবন্ধ।
২। নীহাররঞ্জন রায় বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব কলকাতা-২৬, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃঃ ১৩৮
৩। টমাস ওয়ালটারের অন য়ুয়ান চোয়াংস্ ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডন, অধ্যায় XVII, অ্যাকাউন্ট অব্ হিউয়েন সাঙস্ ভিজিট।
৪। প্রভাত কুমার মজুমদার, জনসংখ্যা তত্ত্বের গোড়ার কথা ১ম ও ২য় খণ্ড, অক্টোবর ১৯৯১
৫। সবিতা গুহ, জনসংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকায়), প্রকাশকাল মে ১৯৮৭
৬। জে . এইচ. লিট্ল, হাউস অব্ জগৎশেঠ, কলকাতা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, ১৯৬৭, পৃঃ - VII
৭। ইমপিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট, ১৭৬০-১৭৬৯, স্মারক, ১৭৬০, বিবরণী সংখ্যা- ১৩৯-১৪২, ১৪৫-১৪৭, ১৫০-১৫৪এবং মোরাগবাগ থেকে সিলেক্ট কমিটিকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী সংত্র(ান্ত বিষয়ে ভ্যান্সিস্টার্ট এবং কর্নেল জেকুইল -এর চিঠি, তাং-২১শে অক্টোবর, স্মারক-১৭৬০, বিবরণী-১৫০-১৬৪।
৮। দি ইমপিরিয়াল গেজেটিয়ার, নতুন সংস্করণ, খন্ড, XVIII : অকস্ফোর্ড, ১৯০৮, পৃঃ- VV
৯। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১, মুর্শিদাবাদ
১০। এ মনোগ্রাফ অন দ্যা দুধোরিয়া রাজ ফ্যামিলি অফ্ আজিমগঞ্জ — থ্যাকার স্পিঙ্ক এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯১৮, পৃষ্ঠা ১০
১১। মুনি বিদ্যাবিজয়জী ,শ্রাবকাচার , শ্রীধর্ম মঙ্গল জৈন বিদ্যাপীঠ , মধুবন , গিরি ডি , ১৯৮৫ ।
১২। হাজরো গৌড় ঃ 'দ্যা কনসেপ্ট অফ্ মাইন্ড ইন ইণ্ডিয়ান থট্স উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু জৈন সিস্টেম , জৈন জার্নাল , জৈন ভবন পাবলিকেশন , কলিকাতা, খণ্ড-২৩, এপ্রিল ১৯৮৯, নং ৪।
১৩। সেন্সাস ঃ ইণ্ডিয়া ১৯১১ , বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা।
১৪। খান মহম্মদ মহসিন , এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশন ঃ মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫-১৭৯৩ , দ্যা এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৫। সেন্সাস ১৯৬১, ওয়েস্ট বেঙ্গল , মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্সাস হ্যাণ্ড বুক।
১৬। নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী , পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৭৮
১৭। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি , তৃতীয় খণ্ড ১৯৮০
১৮। গর্ভনমেন্ট অব্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল , ডিস্ট্রিক্ট স্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক মুর্শিদাবাদ। ব্যুরো অফ এ্যাপ্-ায়েড ইকোনোমিক্স এণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্স , সিরিজ - ১৯৯৩

প্রব্রজন ঃ

সেন্সাস ১৯৫১ থেকে ২০০১ -এর বিভিন্ন প্রকাশনা, সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া।

বিবাহ ও পরিবার ঃ

সেন্সাস ১৯৫১ থেকে ২০০১ -এর বিভিন্ন প্রকাশনা, সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া।

ধর্মীয় সম্প্রদায় ঃ

১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,কলকাতা-২৬, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃঃ ১৩৮

২। এল. এস. এস. ওম্যালি, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯১৪

৩। সেন্সাস ১৯৫১ থেকে ২০০১ -এর বিভিন্ন প্রকাশনা, সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া।

৪। ডঃ কিশোর কুমার রায়চৌধুরী, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে জৈন সম্প্রদায়, গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৭।

বর্ণ ও জাতি ঃ

১। এইচ. রিজলি, ট্রাইভস এন্ড কাস্টস্ অব্ বেঙ্গল, কলকাতা।

২। তুলসীচরণ মন্ডল, আলকাপ সম্রাট ঝাকসু, রঘুনাথগঞ্জ, ২০০২।

৩। ডঃ শম্ভুনাথ সরকার, কয়েকটি জাতিঃ রাঢ়, মুর্শিদাবাদ, গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৭।

৪। ডব্লু. ডব্লু. হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল,
নবম খন্ড, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, দিল্লী- ১৯৭৪।

৫। সেন্সাস ১৯৫১ থেকে ২০০১ -এর বিভিন্ন প্রকাশনা, সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া।

লোকভাষা ঃ

১। ডব্লু. ডব্লু. হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, খন্ড-নবম, ট্রাবনার অ্যান্ড কোং, লন্ডন, ১৮৭৬।

২। এস. এস. ওম্যালি, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ১৯১৪, পৃ- ৫৫-৫৬।

৩। খান মহম্মদ মহসিন, এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশন, মুর্শিদাবাদ, ১৭৬৫-৯৩, দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৩।

৪। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯১

৫। বঙ্গাল দেশ কী গজল, সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৪৮, কলকাতা, গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৬। শক্তি(নাথ ঝা-র 'বস্তুবাদী বাউল',লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯,

৭। মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা, প্রসন্ননাথ রায়।ভারতবর্ষ,৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২২, পৃ.৩২০--৩২৩

৮। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৬১

৯। আসা যাওয়ার মাঝখানে, মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১৯৮০ কলকাতা।

১০। শক্তি(নাথ ঝা, ঝাকসু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, কলকাতা, ২০০০,

১১। লিঙ্গুইসটিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ভলিউম-৫, পার্ট-১

১৩। পবিত্র সরকার, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, ১৯৮৫, সাহিত্যলোক, কলকাতা

১৪। সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী, ও.ডি.বি.এল., ভলিউম-১, রূপা এন্ড কোং., ১৯৮৫,

১৬। সেরা বিদূষক (২য় খণ্ড), রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ১৪০২।

১৭। অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, কান্দী মহকুমার পট ও পটুয়া সমাজ, জলসিড়ি, বৈশাখ আষাঢ়, ১৪০৯, বহরমপুর।

নারীর অবস্থা ও মর্যাদা ঃ

১। শাশ্বতী ঘোষ (১৯৯০), মেজারমেন্ট অফ জেন্ডার ডিস্পি(মিনেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অ্যানালিসিস, আকাদেমি
পত্রিকা- ৮ এ উদ্ধৃত, পঃ বঃ অ্যাকাদেমি

২। প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ জেলার নারী সমাজের সেকাল একাল, গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৯।

৩। প্রকাশ দাস বিশ্বাস, পূর্বোক্ত(।

৪। বামফ্রন্ট সরকারের দুই দশক, পশ্চিমবঙ্গ , ১৪০৪

৫। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত এবং নারী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত পুস্তিকা।

৬। প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদের মনীষী, আকাশ প্রকাশনী, বহরমপুর, ২০০১

৭। শক্তি(নাথ ঝা, দেশ ও কালের প্রে(তে অনন্ত ভট্টাচার্য, বিপ-বী অনন্ত ভট্টচার্য স্মারক গ্রন্থ, বহরমপুর, ১৯৯৩।